ফোন ঃ (০৩৩) ২২৮৬-৫৬৫৭
ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২২৭-৫৩৯১

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

(রেজিস্টার্ড ঃ- পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট XXVI, 1961)
রেজিস্ট্রেশান নং-এস/৫৫৬৯৩ (১৯৮৭-১৯৮৮ বর্ষে)
১৬২ -বি, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৪
৫ম তল, রুম নং ঃ ৪০১ ও ৪০২
E-mail:pbvmancha@gmail.com
Website : http://www.pbvm.org.in

পত্রাঙ্ক ঃ..... তারিখ ঃ.....

প্রতি
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

তারিখ: ০১.০৪.২০২০

বিষয়: করোনা ভাইরাস সংক্রমণ - পরীক্ষা ও চিকিৎসা

মহাশয়া,

করোনা মোকাবিলায় দেশ জুড়ে লক ডাউন চলছে। আমরা কেউই আগে এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হইনি। আমাদের সংগঠন, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ তার শক্তি ও সাধ্য অনুযায়ী সারা রাজ্য জুড়ে মানুষের মধ্য সচেতনতার প্রচার ও অন্যান্য সহযোগিতার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ভারতবর্ষে করোনা সংক্রমণের বর্তমানস্তরে লক ডাউন এর মাধ্যমে এই সংক্রমণের গতিকে মন্থর করা যাবে কিন্তু সম্পূর্ণ আটকানো যাবে না। মানুষ রাজ্য জুড়ে লক ডাউন সফল করছেন। এই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে করোনা মোকাবিলায় WHO-র সুপারিশ অনুযায়ী ১) আলাদা করো, ২) পরীক্ষা করো, ৩) চিকিৎসা করো ও ৪) সামাজিক নজরদারির মাধ্যমে খুঁজে বার করো - এই কাজ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে রূপায়ণ করা দরকার। তাই নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি-

১) সাধারণ স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলিকে স্বাভাবিক রেখে করোনা সংক্রমণের ক্ষেত্রে 'আলাদা করো - পরীক্ষা করো - চিকিৎসা করো ও খুঁজে বার করো' ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে।

২) করোনা সংক্রমণ নির্ধারণের পরীক্ষার কেন্দ্র ও সংখ্যা বাড়াতে হবে।

৩) প্রতিটি জেলায় করোনা পরীক্ষা কেন্দ্র তৈরি করা। প্রয়োজনে বেসরকারি পরীক্ষাগার এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেখানে RT-PCR আছে সেগুলিকে ব্যবহার করা যায় কিনা খতিয়ে দেখতে হবে (প্রয়োজনে ঐ সমস্ত ল্যাবের Bio-safety level বৃদ্ধি করে নিয়ে)।

৪) NICEDসহ একটি/দুটি কেন্দ্রকে করোনা পরীক্ষার উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করে এই কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো বৃদ্ধি করা এবং সারা রাজ্যের করোনা পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে এদের উৎকর্ষতাকে ব্যবহার করা।

৫) করোনা সংক্রমণ নির্ধারণে প্রাথমিক স্ক্রীনিং-এর জন্য র‍্যাপিড টেস্ট কিটস্ ব্যবহার করা যায় কিনা খতিয়ে দেখা।

৬) দ্রুততার সঙ্গে করোনা চিকিৎসার সরকারি ব্যবস্থার বৃদ্ধি ঘটাতে হবে, প্রয়োজনে বেসরকারি ব্যবস্থাকেও যুক্ত করতে হবে।

৭) করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা বিনা মূল্যে করতে হবে।

৮) চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত সবার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিরাপত্তার বিষয়টিতে সরকারকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

৯) এই সময় মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১০) করোনা সংক্রমণ সংক্রান্ত সঠিক তথ্য সর্বসধারণের জ্ঞাতার্থে নিয়মিত উপস্থিত করতে হবে। তাহলে করোনা প্রতিরোধে সঠিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

১১) এই সমগ্র কাজে সর্বস্তরের মানুষের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে এই কাজে যুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

ধন্যবাদ ও নমস্কারসহ-

প্রদীপ মহাপাত্র
সাধারণ সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ